তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৪/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ (১) জনাব বিপ্লব কর্মকার
পিতা- সুভাষ চন্দ্র কর্মকার
(২) জনাব শ্রীধাম কর্মকার
পিতা-সঞ্জু কর্মকার
গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার,
থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা।

সিদ্ধান্তপত্র (একক শুনানী)

(তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ০৯-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন, সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা বরাবরে ই-মেইলযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪, লাকসাম, কুমিল্লা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার নাম কি?**
খ) **তথ্যের আবেদনকারীর যাচিত তথ্য প্রদান না করে তথ্য দাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোবাইলে ফোন করে হুমকি/অশালীন/অভদ্র কথা বললে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনের করনীয় কিছু আছে কি না?**
গ) **খ প্রশ্নে বর্নিত ঘটনার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনে জমা হওয়া অভিযোগগুলোর কপি।**
ঘ) **খ প্রশ্নে বর্নিত ঘটনার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনে জমা হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপের বর্ননা।**

২। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ৩১-১২-২০১৫ ইং তারিখে তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন তথ্য কমিশনের স্মারক নং ঃ তকক/দাঃকঃ-০১(অংশ-২)/২০১৫-৩৮০৩ এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে (ক) ও (খ) নং তথ্য প্রদান করা করেছেন (গ) ও (ঘ) নং তথ্য প্রযোজ্য নয় বলে জানান। প্রদত্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পারায় অভিযোগকারী ২৩-০১-২০১৬ তারিখে জনাব সদর উদ্দিন আহমেদ, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), তথ্য কমিশন, ঢাকা বরাবরে ই-মেইলযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার পাননি উল্লেখ করে তিনি ২৯-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে ই-মেইলযোগে অভিযোগ দাখিল করেন।

৩। ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে একক শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ০৪-০৫-২০১৬ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং অভিযোগকারীকে জবাব দাখিল ও শুনানীতে হাজির হবার জন্য সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রতি উত্তরে বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আংশিক তথ্য তথা (ক ও খ) উপক্রমিকের তথ্য প্রদান করেছেন বিধায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রাপ্তির জন্য তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন ।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং আপীল আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। পর্যালোচনান্তে আরো দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) স্মারক নং- তকক/দাঃকঃ-০১(অংশ-২)/২০১৫-৩৮০৩,তারিখঃ ৩১-১২-২০১৫ এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন বিধায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপীলকারীকে শুনানীর জন্য নোটিশ দেওয়া যাবে না এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা তথ্য অধিকার আইনে নেই বা আপীলকারীকে শুনানী দিতে হবে এ ধরনের নির্দেশনা নেই ।

সিদ্ধান্ত।

অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় উল্লেখিত পর্যালোচনান্তে অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হলো না ।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার